বিশ্বায়ন ও প্রকাশন শিল্প

তুষার কান্তি পাণ্ডে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের দুই দশকের মধ্যেই সারা বিশ্বে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় জাতি- গোষ্ঠীর সাম্রাজ্য নির্মূল হয়ে গেছে। ইংরাজ, ফরাসী ডাচ, এমনকি পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদেরও অবসান ঘটে বিশ্বযুদ্ধের দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এশিয়া ও আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত উন্নতভারত পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বহু শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে ইউরোপের বাজারে শ্রম ও মেধা বিক্রি করতে প্রলুব্ধ করেছে। ভারত উপমহাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ষাটের দশকে ইংলন্ড, জার্মানী ইত্যাদি দেশে গিয়েছে ডাক্তার, নার্স, কারুকৃৎ, স্থপতি, শিক্ষক ও শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে ও বসবাস করতে। ফলে এই যাতায়াত, আদান প্রদান বিশ্বায়নের পথকেও প্রশস্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশকেও বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করেছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীও আফ্রিকা থেকে আগত কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী। ফলে মার্কিন সেনাবাহিনীর কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকগণের সঙ্গে আফ্রিকার নানা দেশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের যোগাযোগ হয়েছে রণক্ষেত্রে অথবা সামরিক ছাউনিতে অবস্থানের সুবাদে। রোমেলের সেনাবাহিনী ইতালিয় সৈনিকদের সাহায্যে আফ্রিকা অভিযান চালিয়েছে। ফলে উত্তর আফ্রিকার ও মধ্য আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ পৌছিয়েছে। হিটলার কর্তৃক বেলজিয়াম দখলের ফলে বেলজিয়াম কঙ্গোর বৃষ্টি - মুখর ঘনকৃষ্ণ বনভূমিতেওবিশ্বযুদ্ধেরপ্রভাব পড়েছে। ফলে আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, নাইজিরিয়া, লিবিয়া, অ্যাবিসিনিয়া, মিশর কোথায় না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্যোগের ছায়া পড়েনি? ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবী ধীরে ধীরে বিশ্ব নাগরিকত্বের দিকে নিঃশব্দ পদচারণায় অগ্রসর হয়েছে।

বিশ্বায়নের রথের চাকা বিগত দুই দশক ধরে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকেও এক পরিবর্তিত অবস্থানে নিয়ে গেছে। ফলে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবসানে রুশ ফেডারেশনেও মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশেও মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন অধিক মাত্রা লাভ করেছে। ভারতবর্ষের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র - ব্যবস্থাও বিগত একদশক ধরে মনমোহন সিং-এর প্রবর্তিত মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতি আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের ও মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিলম্বিত পদক্ষেপ অনেকের মতে বুদ্ধি মত্তার পরিচায়ক। কারণ রুশ ফেডারেশনে বিশ্বায়নের ফলে যে নৈরাজ্য দেখা যায় তা ভারতকে এই পথে অগ্রসর হতে সতর্ক করে। দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া,ফিলিপিনস, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফরমোশা ইত্যাদি দেশেও বিশ্বায়নের সুফল যতখানি আশা করা হয়েছিল তা ততখানি দৃষ্ট হয়নি। মুক্ত বাণিজ্যের ফলে এই সকল দেশের আর্থিক উন্নয়ন যতখানি হয়েছে তার সুযোগ দেশের সাধারণ দরিদ্রজন গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে বিশেষ করে আমাদের প্রকাশন শিল্পের বিশ্বায়নও মুক্ত বাণিজ্যের প্রধান ও প্রথম ধাক্কা লাগে বিগত দশকে আমাদের দেশের কাগজের অগ্নিমূল্যের ফলে। দেশের উৎপাদিত কাগজের সিংহভাগই বিদেশে চড়াদরে বিক্রি হয়ে যায়। ফলে বিগত দশকে আভ্যন্তরীণ বাজারে কাগজেরঅগ্নিমূল্য দেখা যায়। আর এর ফলে ভারতীয় প্রকাশন শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বই -এর বাজার ইলেকট্রনিক্সমিডিয়ার দৌরাত্ম্যে এমনিতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তার উপরে কাগজের অতিরিক্ত রপ্তানি ভারতীয় প্রকাশন শিল্পকেএক সঙ্কটের মুখে নিয়ে আসে। তবে বিশ্বায়নের ফলে ভারতীয় প্রকাশন শিল্প অ

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় গ্রন্থ বিক্রির সুযোগ পেয়েছে। ফলে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় গ্রন্থ সম্ভার আফ্রিকা, এশিয়া ইংরাজী ভাষায় পারঙ্গমজনগণের কাছে আদৃত হয়েছে। বিশেষ করে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্য শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে Text Book গুলি কেনিয়া, উগান্ডা, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার এমনকি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতেও ভারতীয় গ্রন্থের বাজার প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় গ্রন্থের সহজ ইংরেজী সংস্করণ এই সকল প্রাক্তন উপনিবেশিক দেশগুলিতে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের সুলভ সংস্করণ গ্রন্থ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছে। ভারতীয় প্রকাশন শিল্প সুলভ শ্রম দ্বারা সমৃদ্ধ। ফলে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ভারতীয় গ্রন্থ সহজ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়ে বিগত দশকের সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়া বাংলা প্রকাশন শিল্পও বাংলাদেশে ভাল বাজার বাঙালী পাঠকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। অর্থাৎ কলকাতা থেকে ঢাকার পুস্তক ব্যবসায়ীগণ যে সকল গ্রন্থ ক্রয় করেছেন তাঁরা তার একটা অংশ বিদেশে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য রপ্তানি করেছেন। ফলে ঢাকার মাধ্যমে বাংলা বই বার্মিংহাম, লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরেন্টো, ফ্রাঙ্কফুট সর্বত্রই পৌছাচ্ছে।

বাংলা ভাষা যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা তাই বাংলা বই -এর আন্তর্জাতিক বিপণনে ঢাকার প্রাধান্য বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের কাছে স্বীকৃত। তাই ভারতের দিল্লী, বোম্বাই, পুনে, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম থেকে পৃথিবীর নানা দেশে যত ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় বই যাচ্ছে, বাংলা বই তত যাচেছ না। কারণ ভারতীয় পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে বাংলা বই প্রাদেশিক ভাষার বই। তাই বৃহৎ গ্রন্থ বিপণন সংস্থার কাছে ইংরেজী গ্রন্থের গুরুত্ব যতখানি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের গুরুত্ব ততখানি নয়। এতো গেলো মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের ফলে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় গ্রন্থের ইতিকথা। কিন্তু তামিল, তেলেগু, মালয়লাম, হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি সাহিত্যেরগ্রন্থ ও এই সকল ভারতীয় ভাষার প্রকাশিত হুব্ধনপুনব্ধজন্ত্র গ্রন্থ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, ডাক্তারী, Cooking ইত্যাদি গ্রন্থ বিশ্বের নানা দেশে ভারত থেকে রপ্তানি করা হচ্ছে। যেমন মালয়েশিয়া ও সিংহল, সিঙ্গাপুর জনসংখ্যা প্রায় এক দশমাংসই তামিল। তাই এই সকল দেশে প্রবাসী তামিল জনতা নিজ ভাষায় বই -এর তন্নিষ্ঠ পাঠক। দক্ষিণ আফ্রিকার, কেনিয়া উগান্ডা, ইংলন্ড আমেরিকার এবং কোয়ায়েৎ আবুধাবীর ও সার্জার লক্ষ লক্ষ গুজরাটি জনগোষ্ঠী গুজরাটি গ্রন্থের আগ্রহী পাঠক। প্রবাসী ভারতীয়গণের অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেহেতু স্বদেশী ভারতীয়দের থেকে বেশ কয়েকগুণ বেশি তাই তাদের সীমিত জনসংখ্যাও সীমাহীন গ্রন্থের বুভুক্ষু পাঠক। তাই মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন আমাদের ভারতীয় প্রকাশন শিল্পকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে। তবে বিদেশী বই-এর সুলভ সংস্করণ ভারতীয় বই-এর বাজারকে আজ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখিন করেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের প্রকাশন শিল্প এক ধরনের protection ও প্রশ্রয় পেয়ে গুণগত উৎকর্ষের কথা ভুলে, বিশেষ করে বিপণন ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রকাশনার ব্যর্থতা দীর্ঘকাল চলে এসেছে। তাই বিশ্বায়নের ফলে আজ ভারতীয় প্রকাশনা শিল্প অনেকখানি আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠতে সচেষ্ট। বিজ্ঞান, কারিগরি চন্দ্রপ্সজ্প্পব্ধনপ্স বন্দ্বত্তড়প্সপুপ্সন্ধন্ত ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনগুলির স্বীকৃতি সারা বিশ্বে আজ পরিচিত। বিশ্বের নানা দেশে বিশেষ করে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, আফ্রিকা ও এশিয়ার উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলিতে ভারতীয় মেধা স্বীকৃত সত্য। বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্য ভারতীয় কারিগরি, ডাক্তারী, নার্সিং, শিক্ষক শিক্ষণ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে --- সাধারণ সুযোগ এনেছে। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের দরবারে আজ শ্রদ্ধায় স্বীকৃত বিশেষ করে ভারতের Indian Institute of Technology ও Indian Institute of Management আজ বিশ্বের অনন্য সাধারণ মর্যাদায় ভূষিত। ভারতীয় বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসকগণের আন্তর্জাতিক স্তরে আধিপত্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যেমন বিদেশী অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে, ঠিক তেমনই বিশ্বের দরবারে আমাদের ভারতীয় প্রকাশনের ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান, কারিগরি ডাক্তারী, নাসিং ও রান্না বিষয়ক গ্রন্থ বিশ্বের বাজারে বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার দৌলতে বিশ্বের দরবারে আজ এক বিপুল সাফল্যের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকেও নানা ধরনের গ্রন্থ ভারতের বাজারে উপস্থিত হয়েছে। তবে প্রকাশন শিল্পে এবং পুস্তক ব্যবসায়ে ভাষাগত সমস্যা থাকার অন্যান্য শিল্পের ন্যায় অবাধ বাণিজ্য কখনই পুরোপুরি সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র ইংরেজী ভাষায় বই সাধারণ ভারতে আমদানিকৃত বিদেশী বই - এর সিংহভাগ অধিকার করেআছে। বাংলা ভাষা ও গুজরাটি বা তামিল ভাষার কিছু বই হয়ত প্রবাসী তামিল লেখক বা প্রকাশকদের দ্ব

ারা এ দেশে প্রেরিত হয় বিদেশ থেকে। কিন্তু এইসব ভারতীয় ভাষার বিদেশী বই আমদানি খুবই সীমিত। বরঞ্চ বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু বাংলাদেশী লেখক যেনে হুমায়ুন আমেদ, রফিকুল ইসলাম, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ বাংলাদেশী লেখকের বই বেশ কিছুকাল ধরে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আমদানি করা হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলিও যেহেতু ঢাকায় সুলভে প্রকাশিত হচ্ছে, তা নানাভাবে নানা পথে ভারতের বাজারে উপস্থিত হচ্ছে। নানা দেশের সাথে আমাদের প্রকাশনাশিল্পের বাণিজ্যিক আদান প্রদান বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি। ভারত বিশ্বের গ্রন্থ প্রকাশন শিল্পে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন ও রাশিয়ার পরই। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম স্থান আধিকার করেছে। ভারত জার্মানী, ফ্রান্স ও চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অধিক অগ্রসর এ কথা ভাবতে ভাল লাগে। বিশ্বের দরবারে তাই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় বই -এর বিপুল পরিমাণ বিপননের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে। ভারতীয় প্রকাশন শিল্প State Trading Corporation -এর মাধ্যমে ও National Book Trust -এর মাধ্যমেও নানাভাবে বিশ্বায়নের নানা দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য দেশে যেসব গ্রন্ত মাঝে মাঝে সারা বিশ্ব জনপ্রিয়তার হুজুগী শীর্ষে আরোহণ করেছে, সাধারণত সেসব Sensational অথবা Fantastic গ্রন্থ ভারতের পরিণত পাঠক কুলকে খুব প্রভাবিত করতে পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে সদ্য প্রকাশিত ও বিশ্বের দরবারেবিপুল সাড়া জাগান ফ্যানটাসী মিশেল, গাঁজাখুরি আজগুবি ঘটনায় ভরা হ্যারি পটার সিরিজের গ্রন্থ চতুষ্টয়। লেখিকা শ্রীমতী রাউলিং নবীনা কিন্তু বই -এর ত্মপ্সন্তপ্তপুদ্ধন্ত-এর টাকায় পাশ্চাত্যে ধনীতমা লেখিকা। তাঁর জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের---কাছে, অনন্য সাধারণ। লেখিকা ইংলন্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা অতিক্রম করে চীনের পাঠকদের কাছেও ভয়াবহ জনপ্রিয়তা ও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যগুণ-বর্জিত এইসব Sensational অথবা Seasonal এবং বিশ্ব আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ভারতে সেই অনুপাতে কম সাড়া জাগাতে পারে। ভারতীয় শিক্ষিত ওপরিণত পাঠককুল যে---সকল বিদেশী গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী তা সত্যিকারের পাঠযোগ্য মূল্যবান সাহিত্যগন্ধী বা Utilitarianকারিগরি ডাক্তারী গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। তাই ভারতীয় বাজারে বিদেশী গ্রন্থের যে সম্ভার দেখা যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা - সংস্কৃতি ও সাহিত্যগন্ধী গ্রন্থ। যে সকল লঘু, চটু বিদেশী গ্রন্থ আমাদের দেশে দৃষ্ট হয় তা কোন অনির্দেশ্য পথে এদেশে ঢুকে থাকে। যার প্রচার ও প্রসার আমাদের প্রকাশন - শিল্পের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আবার বলি যে, ইংরাজ লেখিকা জে কে রাউলিং মধ্য বয়সে হঠাৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে চারখণ্ডে পরপর অসম্ভব জনপ্রিয় ফ্যানটাসী উপন্যাস লেখেন যার জনপ্রিয়তা বিশ্বের বাজারে অনন্য সাধারণ। ব্রিটেন ও মার্কিন সংস্করণের এই গ্রন্থ প্রায় কোটি খানেক বিক্রি হওয়াতে শ্রীমতী রাউলিং বিশ্বের ধনীতমা লেখিকা হয়ে উঠেছেন এই দশকেই। বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে প্রায় এক কোটি বিক্রীত গ্রন্থের লেখিকা বিশ্ব বিশ্রুত হয়ে সারা বিশ্ব যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাতে সূদূর চীনে এই বই ত্রয়ের জন্য বিপণনের স্টলে শত সহস্র মানুষের ভিড় আমাদের স্তম্ভিত করে। আমাদের মাতৃভাষায় লেখা অর্ধশতকের অধিক পূর্বের মোহন সিরিজের জনপ্রিয়তা এই বিষয়ে স্মরণযোগ্য। মার্কিনমুল্লুকেও গ্রেটব্রিটেনের বাইরের দোকানে দোকানে শত শত মানুষ এই বই কেনার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কিন্তু এই গ্রন্থটি কোন কালজয়ী গ্রন্থ নয়। কেবল যাদু, ফ্যান্টাসী, হররমিশেল এক অভিনব গ্রন্থ যা লেখিকার নিপুণ কলমে পাঠককুলেকে আস্তে আস্তে এক চরম উত্তেজনাপ্রবণ ও সাসপেন্সপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন, জাপান সবর্বত্রই গ্রন্থটির হুজুগে - পাঠককুল গ্রন্থটির প্রতি যে অনন্য আকর্ষণ বোধ করেছে, ভারতীয় ইংরেজী - নবীশ পাঠককুল সেই আগ্রহ দেখায়নি। তাই আবার বলি, ভারতীয় পাঠক - পাঠিকা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিণত ও কম হুজুগে। তাই আরও একবার স্মরণ করাচ্ছি যে বিশ্বায়নের ফলে ভারতের বাজারে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হুজুগে যে সকল পশ্চিমী গ্রন্থের অনুপ্রবেশ ঘটার সম্ভাবনা ছিল তা অনেকাংশই নিয়ন্ত্রিতহয়েছে ভারতীয় পাঠকদের পরিণত বুদ্ধির প্রভাবে। বাজার দখল করে, আমাদের দেশে যে কোন কারণেই হোক সেই সব হুজুগে - গ্রন্থেব বাজার দেখা যায় না। তাই, বিশ্বায়নের যে কুফলগুলি আমরা আশঙ্কা করেছিলাম তা যে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত তা পরিণত ভারতীয় ইংরাজী - নবীশ পাঠকদের উৎকর্ষের দৌলতে। ভারতীয় শিক্ষিত পাঠককুল সলমন শদির ন্যায় বিতর্কিত লেখকের লেখা বিষয়েও খুব আগ্রহী নয়। ভারতে নিষিদ্ধ হবে আশা করা গিয়েছিল যে লেখকের Midnight Dream ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠকদের দাণভাবে আকৃষ্ট করবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত মানসিকতা নিয়েও নিষিদ্ধ গ্রন্থের লেখকের পরিবর্ত হিসাবে সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে। কিন্তু আসলে তা হয়নি।

তাই আমাদের দেশে বিদেশী Classic Literature ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ যত বিক্রি হয় তার তুলনায় আধুনিক লেখকদের Sensational গ্রন্থ তত বিক্রি হয় না। তাবে Shakespeare - প্রেমী জাপানী ও চীনা পাঠক Classic যত পড়ে Sensational গ্রন্থও তত পড়ে। ফলে, ভারতের বাজারে বিশ্বায়নের ফলে বিদেশী হুজুগে - গ্রন্থের অনুপ্রবেশ ঘটার সম্ভাবনা কম থাকায় আমরা বিশ্বায়নের সুযোগে আর্থিক দিক থেকে অধিক সাফল্য অর্জন করতে পারি। স্বাভাবিকভাবে আমরা যতখানি রপ্তানি করব আমদানী নিঃসন্দেহে তার থেকে কমই হবে। এছাড়া আমাদের বাংলা, তামিল, মালায়ালম, পাঞ্জাবী ভাষার অনন্য সম্পদগুলি তো আমরা সহজেই অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি।

কলকাতায় Penguin India এ বিষয়ে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রশংসা ব্যঞ্জক। এছাড়া National Book Trast এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। তবে আমাদের গ্রন্থ বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকীরণ একান্তভাবে দরকার। বিশ্বের দরবারে আজ বেশ কিছু ইংরাজী ভাষার সাহিত্য ভারতীয় যেমন মুলুকরাজ আনন্দ, K. R. Narayan, সলমন শদি, বিক্রম শেঠ থেকে আরম্ভকরে অন্ধতী রাই - সকলের বই আমরা বিশ্বের বাজারে এদেশে ছেপে সুলভ সংস্করণ হিসাবে ব্যাপক বিক্রি করতে পারি। আমাদের প্রকাশন - সংস্থা ও ব্যবসা - প্রতিষ্ঠানগুলি সুলভে শ্রম করে অচিরেই বিশ্বের দরবার সস্তায় ভাল ভাল বই বিক্রি করতে পারে। বিশ্বের দরবারে আজ Service Industry, Publishing Industry, Education Industry, Electronic Industry সম্ভাবনাময়। আর এই সব Industry -র ক্ষেত্রে ভারতের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইংরেজী শিক্ষিত বিজ্ঞানী, কারুকৃৎ সকলেই আমাদের এই সব উল্লিখিত আধুনিক শিল্পকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারেন এই বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে। বিশ্বায়নের ফলে আমরা দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির কাছে সহজেই পৌঁছতে পারি। কারণ আমাদের ভারতীয় মেধাশক্তি ক্রয় করে এই সব শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা এই বিষয়ে অনেক অগ্রসর হয়েছে। তাই, বিশ্বায়ন আজ আমাদের উন্নতমানের ভারতীয় মেধা-উৎপাদিত নানা পুস্তক, ক্যাসেট, বিদেশে বাজারজাত করে দেশের আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্যকে বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পরে। ভারতীয় প্রকাশন - শিল্প নিঃসন্দেহে, আবার বলি, ইংরাজী নবীশ ভারতীয় মেধার বিকাশ ঘটিয়ে ভারতীয় লেখকদের বহুমুখীন লেখনী সঞ্চালনকে বিশ্বের নানাদেশে বাজারজাত করতে পারে। ভারতীয় লেখকগণ আমাদের প্রকাশনা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনমুখী Utilitarian ও জ্ঞানউন্মীলক বিচিত্র ধরনের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারেন যেহেতু ভারতীয় মেধা বিশ্বের বাজারে উত্তরোত্তর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে সমাদৃত হচ্ছে, নানাভাবে সম্মানিত হচ্ছে। বিশ্বের বাজারে বই বিক্রি করার জন্য এবং দেশের বাজারে বিশ্বের নানা দেশের ও ভারতের নানা প্রদেশের নানা ভাষার বই - এর প্রদর্শন ও বিক্রয় - কেন্দ্র আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় কলিকাতায় গড়ে উঠতে চলেছে। Theatre Road and J. L. Nehru Road সংযোগস্থলের কাছেই অবস্থিত J. K. Millennium Hall -এ, এ ধরনের প্রচেষ্টা ফলবতী হতে চলেছে। Information Technology -এর মাধ্যমে আমরা নানাভাবে এই Millennium Hall থেকে প্রয়োজনীয় দেশি ও বিদেশি বই সংগ্রহ করতে পারব। বিদেশি পুস্তক ব্যবসায়ী ও পুস্তক প্রেমীগণ এখানে এসে ভারত তথা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান পাবেন এক ছাদের তলায়। এই সঙ্গে হাজার রকমের লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের সন্ধান পেয়ে, কলকাতা বইমেলায় একটি Mini সংস্করণ দেখা দেবে স্থায়ী ও প্রাত্যহিক এই মিলিনিয়াম বই - বাজারে। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের সংবর্ধনা সভায় ২০০১ সালের ২রা জুলাই তারিখে University Institute Hall -এ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। তাতে এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অভিনিবেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত।

ভারতীয় প্রকাশন - শিল্পের বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে Nationalised Text Book ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই সরকার পরিচালিত ও পোষিত বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশText Book বিনামূল্যে অথবা সরকারী হ্রাসমূল্যে দেওয়ার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হ্রাসমূল্যে Text Book দেওয়া তো দূরের কথা এই সকল বই সরবরাহ ব্যবস্থাও অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। অধিকাংশ রাজ্যে Text বইয়ের ব্যবসা প্রসারিত হচ্ছে। সরকার - প্রকাশিত বই হ্রাসমূল্যে বলা হলেও কার্যত যথেষ্ট বেশী হওয়ার বহু ক্ষেত্রেই এই সকল Text Book -এর Corrupt Edition বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

এমত অবস্থায় Nationalised Text Book -ব্যবস্থা অধিকাংশ রাজ্যেই প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে Text Book সরবরাহ ও বিপণন নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে মুক্ত বাণিজ্য প্রকাশককুল সকল রাজ্যেই Text Book de-nationalised কথা সোচ্চারভাবে জানাচ্ছে। বিনামূল্যে Text Book সরবরাহের ক্ষেত্রেও বহু অনিয়ম অনুপ্রবেশ

করছে। কারণ সরকারি সংস্থা মাধ্যমে Text Book লেখা, প্রকাশ ও বিপণন লালফিতার বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে জনগণের সেবার বদলে জনগণকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলছে।এছাড়া বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Text Book অর্থাৎ উচ্চতর মাধ্যমিক বা Intermediate পরীক্ষার উপয়োগী গ্রন্থগুলি আমাদের রাজ্যে ও অন্য রাজ্যেও অনেকাংশে de-nationalised ফলে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লেখা এই সকল গ্রন্থের বিদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, রপ্তানির বিশাল সুযোগ আছে। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কোর্সের উপযোগী কলকাতায় প্রকাশিত বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থ বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশেও বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যায়তন ও ভাল ভাল কলেজগুলি যেমন বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় তেমনি আমাদের দেশে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত College স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং, কমার্স, মেডিকেল ইত্যাদি পরীক্ষার উপযোগী গ্রন্থগুলি বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এমনকি Post graduate level -এর গ্রন্থগুলিও বাংলাদেশে বিক্রির বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে মৃতপ্রায় বাংলা প্রকাশন- শিল্পে বিশ্বায়ন ওমুক্ত বাণিজ্য এক নতুন প্রাণের বার্ত্তাবহ। বিশ্বায়নের ফলে কিলিকাতার প্রকাশকদের কাছে বাংলা বই -এর বিক্রয় ও বিপণনের বিশাল সম্ভাবনা দেখা গেছে বাংলাদেশের শিক্ষিত পাঠককুলের কাছে। আমাদের পত্র পত্রিকা এমনকি উন্নতমানের লিটল ম্যাগাজিনগুলিও বাংলাদেশের সংস্কৃতিবান পাঠকদের কাছে পাঠকপ্রিয়তার ধন্য। একদা সোভিয়েট রাশিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ সুলভ সংস্করণ গ্রন্থ ভারতে আমদানি করা হত। মনীষা, ভস্তক, বিংশ শতাব্দী, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি কিছু কিছু সংস্থা সোভিয়েত গ্রন্থের এক চেটিয়া কারবারী ও সরবরাহকারী ছিল। ফলে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় পাঠক সোভিয়েত গ্রন্থগুলি সস্তায় ক্রয় করে পাঠ করার সুযোগ লাভ করত। আজ যদিও দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই সুযোগে বঞ্চিত। সোভিয়েত ব্যবস্থার বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর প্রগতি প্রকাশন ইত্যাদির গ্রন্থের সরবরাহও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিদেশী গ্রন্থের আমদানির জন্য আমাদের পাশ্চাত্যের দেশগুলির মুখাপেক্ষী হতেহচ্ছে। মুক্ত চিন্তা, মুক্ত বানিজ্য ও বিশ্বায়ন আজ অনেকাংশে সমার্থক হয়ে গেছে। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশ থেকে বহু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, খেলনা ইত্যাদি সস্তায় ভারতের বাজারে আসছে। অনেক সময় চোরা পথেও কয়েক দশক ধরেই আসছে। চীনা Fountain Pen প্রায় তিন দশক ধরে ভারতের বাজার দখল করে আছে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান ইত্যাদি দেশের মাধ্যমেও চোরা পথে প্রচুর চীনা, জাপানি ও দক্ষিণ কোরিয়ার দ্রব্য সামগ্রীর ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে এই সুদীর্ঘ সীমান্ত অতিক্রম করে বিদেশী জিনিসের প্রবেশ যেখানে অবশ্যম্ভাবী তখন অহেতুক নিষেধের প্রাচীর না তুলে সুস্থ ও সংগতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মাল আমদানি করা বুদ্ধি মত্তার পরিচায়ক।আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ও বিশ্বায়নের সুযোগ নিতে যেভাবে চীনে বিদ্যালয় স্তরেও ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে, তাতে আমার ধারণা আগামী কয়েক দশকে ভারতের বাজারে ইংরেজি ভাষায় লেখা বিজ্ঞান, কারিগরি, স্থাপত্যও অন্যান্য বিষয়ের চীনা বই, চীন থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করবে। বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে অপেক্ষাকৃতসস্তায় উন্নত মানের চীনা ঝর্ণা কলমের ন্যায় আকৃষ্ট করবে। তাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নতমানের করতে আমরা যদি এখনও সচেষ্ট না হই তাহলে বিশ্বায়নের ফলে আমাদের যে সুযোগ এসেছে তা অচিরেই হারাব। বিশ্বায়ন আজ ভারতীয় প্রকাশন শিল্পকে যেমন অসাধারণ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে তেমনি গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে সস্তায় তা বাজারজাত করার দায়িত্ব দিয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় অপচয় বন্ধ করে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছে। হয়ত এই পথেই এবং উল্লিখিত দেশগুলির ন্যায় দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন - সহ কোনদিন, কোন এক সময় ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে কথা একান্ত জনি তা হচ্ছে ফ্রান্স, ইতালি, গ্রেটব্রিটেন, সিঙ্গাপুর এবং চীনের ধাঁচে দেশী ও বিদেশী শিল্পপতিদের উপর নিয়ন্ত্রণ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com